দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

মাধ্যমিক স্কুলের সমস্যা

নৈরাশ্যজনক খবর এসেছে ঝিনাইদহ জেলার শিক্ষাঙ্গন থেকে। ওখানকার জেলা সদরসহ পাঁচটি উপজেলার মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে বিভিন্ন সমস্যার কারণে শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে। দ্রুত কমে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য শিক্ষার প্রসার যেখানে অপরিহার্য ও একান্ত জরুরী, সেখানে শিক্ষা বিঘ্নিত হওয়া সমগ্র জাতির জন্যই একটি বড় দুঃসংবাদ।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে, স্কুল ঘরের দুরবস্থা, শিক্ষকের স্বল্পতা, বেঞ্চ ও টুলের অভাব এবং বই-খাতাসহ সকল শিক্ষা সরঞ্জামের চড়ামূল্যের কারণেই ঝিনাইদহের মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং হ্রাস পাচ্ছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। কেবল ঝিনাইদহ নয়, বেশির ভাগ জেলাতেই এ ধরনের শিক্ষা সংকটের অস্তিত্ব অস্বাভাবিক নয়। কারণ, সংকটের হেতুগুলি সবখানেই কমবেশি বিদ্যমান। শিক্ষা সম্প্রসারণ ও শিক্ষামানের উন্নয়ন চাইলে এসব সমস্যা অবিলম্বে দূর করতে হবে, স্কুলগুলিকে সুসজ্জিত করতে হবে শিক্ষার সবরকম সরঞ্জামে এবং নিশ্চিত করতে হবে সুষ্ঠু শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ।

শিক্ষার দ্রুত প্রসার এবং সুষ্ঠু শিক্ষা শিক্ষণের জন্য সুন্দর স্কুল গৃহ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুশিক্ষিত শিক্ষক, সুসজ্জিত ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরী, খেলার মাঠ ইত্যাদি যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের নাগালের মধ্যেও থাকতে হবে বই, খাতা, কাগজ, কলম ও পেনসিলের দাম। ভাঙা-চুরা ঘরে, দাঁড়িয়ে অথবা মেঝেতে বসে আর যাইই হোক, মাধ্যমিক পর্যায়ের লেখাপড়া হয় না। শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা না থাকলে শিক্ষার ব্যাপারটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে কষ্টকর ও বিরক্তিকর মনে হতে পারে। সেক্ষেত্রে তাদের ভাল লেখাপড়া না হওয়া এমনকি স্কুল ছেড়ে দেওয়াও অস্বাভাবিক কিছু হবে না। শিক্ষা বিঘ্নিত হওয়া এবং ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ছেড়ে দেওয়া কেবল তাদের ও তাদের অভিভাবকদেরই নয়, জাতির জন্যও বিশেষ ক্ষতিকর। এই ক্ষতি রোধ করতে হবে।

সরকার শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। চলতি অর্থ বছরের বাজেটেও শিক্ষাখাতে বরাদ্দ সবচেয়ে বেশি। এই টাকার একটি অংশ স্কুল উন্নয়নে ব্যয় হওয়া উচিত। স্কুলবাড়িগুলিকে সুষ্ঠু শিক্ষার অনুকূল হতে হবে সবদিক দিয়েই। রাষ্ট্রের সম্পদ সীমিত বিধায় জনসাধারণকে, বিশেষত বিত্তবান শ্রেণীকে শিক্ষা উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, অতীতে এদেশে শিক্ষাবিস্তারে বেসরকারী উদ্যোগই বেশি সক্রিয় ছিল। সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিরা স্কুল-কলেজ স্থাপন করতেন এবং সেগুলির খরচপত্র চালাতেন। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আজও এই ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাহলে শিক্ষা বিস্তার ত্বরান্বিত হবে, চাপ কমবে সরকারের সীমিত তহবিলেরও উপর।

ঝিনাইদহ জেলা ও অন্যান্য যেসব স্থানের স্কুলে নানারকম সমস্যা সংকট আছে, সেগুলি দূর হতে হবে। একটি যথাযথ জরিপের মাধ্যমে স্কুল-কলেজগুলির সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলি সমাধানের জন্য পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই স্কুল-কলেজগুলিকে সমস্যামুক্ত করা দরকার।

23